যুগান্তর

12 Nov 2012
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ......

# না'গঞ্জে ২ শতাধিক মাদ্রাসার ওপর কঠোর নজরদারি

## যে কোন সময় নাশকতা সৃষ্টির আশংকা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রধান বিরোধী দল বিএনপির অন্যতম প্রধান শরিক দল জামায়াত-শিবির ও সমমনা ইসলামী দলগুলো নারায়ণগঞ্জে যে কোন সময় নাশকতা সৃষ্টি করতে পারে বলে আশংকা করছে আইন-শৃংখলা বাহিনী। তাই জেলার ৭টি থানা এলাকার ২০৬টি মাদ্রাসার ওপর কঠোর গোয়েন্দা নজরদারি চলছে বলে জানা গেছে। গত মাসে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দুর্গোৎসবকে ঘিরেও নাশকতা চালানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তবে আইন-শৃংখলা বাহিনীর আগাম সতর্কতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। গত সপ্তাহে সারাদেশে শিবিরের মারমুখী তাণ্ডবের পরে পুলিশের কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে শিবিরের শত শত নেতাকর্মী বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করে সভা করেছে। এ ঘটনার পর থেকে জেলার আইন-শৃংখলা বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা এ নজরদারি আরও বৃদ্ধি করেছেন বলে জানা গেছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় আলিয়া, কওমি, হাফেজি, এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা কমপক্ষে তিন শতাধিক হলেও জেলা পুলিশের তালিকা মতে, এর সংখ্যা ২০৬টি। এর মধ্যে ফতুল্লায় মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৩৭টি, সিদ্ধিরগঞ্জে ১৯টি, বন্দরে ১১টি, সদরে ৫টি, সোনারগাঁয়ে ৫৬টি, আড়াইহাজারে ৪৯টি ও রূপগঞ্জে ২৯টি। জেলা পুলিশের দেয়া তথ্য মতে, ২০৬টি মাদ্রাসার মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসা ৪৭টি হলেও বাকি ১৫৯টি মাদ্রাসার সবই কওমি, হাফেজি ও এবতেদায়ী। এর মধ্যে জামায়াত ও শিবিরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১৫টি। যার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ মডেল কলেজ, সিদ্ধিরগঞ্জে পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, সোনারগাঁয়ে সাদিপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, নারায়ণগঞ্জ আদর্শ স্কুল, নারায়ণগঞ্জ ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা অন্যতম। বন্দরের ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি হল জামায়াত ও শিবিরের শক্তিশালী একটি ঘাঁটি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, জামায়াত ও শিবিরের বেশির ভাগ গোপন বৈঠকই রাতের আঁধারে অনুষ্ঠিত হয় এখানে। এ প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন শিক্ষকও রয়েছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

গত বছর ৪ এপ্রিল ইসলামী আন্দোলনের নেতা ফজলুল হক আমিনীর ডাকা হরতাল ছিল নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসে অন্যতম সাংঘর্ষিক একটি হরতাল। ওইদিন আমিনী সমর্থকরা নারায়ণগঞ্জ শহর, ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। শরীরে কাফনের কাপড় পরিধান করে এবং 'আমাকে শহীদের মৃত্যু দাও' লেখা ক্যাপ মাথায় পরে তারা পুরো শহরে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভোর থেকে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে লাঠিসোটা নিয়ে পিকেটাররা মহড়া দেয়।